২.১.২ মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

➢ প্রজাতি ও মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করা

মাছের প্রজাতি	পুকুরের যে স্তরে বাস করে	আকার (ইঞ্চি)	সংখ্যা/শতাংশ	
			নমুনা-১	নমুনা-২
সিলভার কার্প	উপর স্তর	৪-৫	৮-১০	১০-১৫
কাতলা	উপর স্তর	৪-৫	৬-৭	৬-৮
রুই	মধ্য স্তর	৪-৫	৮-১০	১০-১৫
মৃগেল	নিম্ন স্তর	৪-৫	১০	০
কমন কার্প	নিম্ন স্তর	৪-৫	০	৪-৬
গ্রাস কার্প	সকল স্তর	৪-৫	০	১-২
থাই সরপুঁটি	সকল স্তর	২-৩	১৫	১৫-২০
তেলাপিয়া	সকল স্তর	২-৩	৮	০
মোট			৫৫-৬০	৪৬-৬৬

- কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষে প্রতি শতাংশে ১০০-১৫০ গ্রাম মলা মজুদ করলে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি আয় করা যায়।

২.১.৩ মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

- মজুদ পরবর্তী পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য বৃদ্ধির জন্য প্রতি সপ্তাহে নিয়মমাফিক জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করা।
- সাধারণত ১০০ কেজি মাছের জন্য ২-৫ কেজি হারে সম্পূরক খাবার দিতে হবে।
- আংশিক আহরণে ১০০ টি মাছ ধরলে ১১০-১১৫ টি পুণ:মজুদ করতে হবে।

২.২ বিক্রয়যোগ্য মাছ আহরণ ও বাজারজাতকরণ

- মাছের আকার, চাহিদা ও বাজার মূল্যের উপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ আহরণ ও বাজারজাতকরণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৩.০ পোনা বিক্রেতাদের বিশেষ দায়িত্ব

- মানসম্পন্ন হ্যাচারী হতে বা মা মাছের উৎস জেনে পোনা সংগ্রহ করা এবং ভালো পোনা চাষীদের সরবরাহ করতে সচেষ্ট থাকা।
- ইনব্রিডিং-এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জ্ঞান থাকা এবং এসকল বিষয় চাষিদের অবগত করা।
- ভালো পোনার উৎস সম্পর্কে চাষিদের জানানো।
- সর্বদা ভালো পোনা মজুদের জন্য চাষীদের উৎসাহিত করা।

মাছ চাষ সম্প্রসারণে পোনা বিক্রেতার ভূমিকা

তথ্যসূত্র : মৎস্য সপ্তাহ সংকলন, মৎস্য অধিদপ্তর, ওয়ার্ল্ড ফিশ কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনা এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা সমূহের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা ও শিখন।

রচনা, সংকলন ও সম্পাদনায় ঃ **এ. এম. ফরহাদুজ্জামান**, উপ-ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ
সহযোগিতায় ঃ **মেহেদী হাসান ওসমান**, সহকারী ব্যবস্থাপক (মৎস্য), পিকেএসএফ
সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ **মোঃ সাইফুল ইসলাম**, নির্বাহী পরিচালক, সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকাশনায় ও প্রচারে

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

ভূমিকাঃ মাছ চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে হলে ভাল পোনা পুকুরে মজুদ করা আবশ্যক। ভাল পোনা মজুদ করলে মাছ রোগ-বালাইয়ে কম আক্রান্ত হবে, দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি হবে এবং আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে, খারাপ পোনা মজুদ করলে মজুদকৃত পোনার রোগ-বালাইয়ে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে, মাছের দৈহিক বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না, মৃত্যুহার বেশী হয় ফলে সার্বিক উৎপাদন কম হয়। শ্রম এবং অর্থ অপচয়ের কারণে চাষী মাছ চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ভালো পোনা সনাক্তকরণে পোনা সরবরাহকারী/পোনা বিক্রেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১. পোনা পরিবহনে কারিগরি দিকসমূহ

১.১ ভালো পোনা ও খারাপ পোনা চেনার উপায়

দেখার বিষয়	ভালো পোনা	খারাপ পোনা
সাধারণ বৈশিষ্ট্য	চলমান বা চটপটে এবং ত্বক পিচ্ছিল দাগহীন	ফ্যাকাসে, সাদা এবং ত্বক খসখসে, অনেক সময় লাল লাল দাগ দেখা যায়
লেজ টিপে ধরলে	দ্রুত মাথা নাড়ায়	আস্তে আস্তে মাথা নাড়ায়
হঠাৎ পাত্রের গায়ে টোকা দিলে	লাফিয়ে উঠে	কোন সাড়া দেয় না
পাত্রে স্রোত সৃষ্টি করলে	স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটে	স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কাটে অথবা পাত্রের মাঝখানে এসে জড়ো হয়

১.২ ভাল পোনা মজুদের গুরুত্ব

১. ভাল পোনা মজুদ করলে পুকুরে পোনার মৃত্যু কম হয়

২. পোনা সহজে রোগ বালাইয়ে অক্রান্ত হয় না

৩ মাছের বৃদ্ধি দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে

৪. মাছের উৎপাদন ভাল পাওয়া যায়

১.৩ পোনা শোধনের গুরুত্ব

পোনা পরিবহণের পূর্বে শোধন করে নিলে পোনা সুস্থ্য থাকে, রোগ-বালাইয়ের সম্ভাবনা কম থাকে, পোনার মৃত্যুহার কম হয়।

১.৩.১ পোনা শোধনের পদ্ধতি

১ বালতি পানিতে (১০ লিটার পানি) ২০০ গ্রাম লবণ (দুই মুঠ) বা ১ বালতি পানিতে ১-২ চা চামুচ পটাশ গুলে পোনাকে (১ মিটি বা যতক্ষণ সহ্য করতে পারে) গোসল করিয়ে তারপর পরিবহণ করতে হবে। পুকুরে পোনা ছাড়ার পূর্বেও এ কাজটি করা যায় তবে পরিবহণের আগে করাই ভাল। বালতির উপর একটি ঘন মশারীর জাল রেখে তার মধ্যে প্রতিবার ২.৫-৩ কেজি বা ২৫০-৩০০ টি পোনা গোসল করানো যাবে। বালতির একই পানিতে এভাবে ৪-৫ বার পোনা শোধন করা যাবে।

এছাড়াও পোনা বিক্রয়ের কমপক্ষে ২-৩ দিন পূর্ব থেকে-

- প্রতিদিন জাল টেনে পোনাতে পানির ধারা দিয়ে ২০-৩০ মিনিট পর ছেড়ে দিতে হবে।
- প্রতিদিন শতাংশে ২০০-৩০০ গ্রাম হারে খৈল প্রয়োগ করতে হবে।
- বিক্রয়ের দিন পোনার খাবার বন্ধ রাখা ও পোনা ধরে একটি পাতলা জালের সাহায্যে ময়লা মুক্ত করতে হবে।
- নির্দিষ্ট ফাঁসের জালের সাহায্যে বিক্রয়যোগ্য পোনা আলাদা করতে হবে। পোনা ধরার পর হাপার মধ্যে রেখে কমপক্ষে ৪-৫ ঘন্টা সহনশীল করে নিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে পোনা মলমূত্র ত্যাগ করে পেট খালি করে ফেলে। ফলে পরিবহনে সমস্যা হয় না।

লক্ষণীয়

দূরবর্তী স্থানে পরিবহনের জন্য শুধুমাত্র প্রথম দিনে শতাংশে ১৫০ গ্রাম হারে পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

১.৪ পোনা পরিবহন

পোনা মাছ পরিবহনের সময় পাতিল কিংবা ড্রামে তিন ভাগের দুই ভাগ টিউবওয়েলের এবং এক ভাগ পুকুরের পানি মিশিয়ে পোনা পরিবহন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

১.৫ পোনা পরিবহনের সময়

সকালে বা বিকালে ঠান্ডার সময় পোনা পরিবহন করা উত্তম।

১.৬ কার্প জাতীয় মাছের চারা বা আঙ্গুলী পোনার পরিবহন ঘনত্ব

পরিবহন পদ্ধতি	পরিবহন পাত্র	পানির পরিমাণ	পোনার আকার	পরিবহন ঘনত্ব	সময়
পাতিল-ওয়ালাদের কাঁধে	১৬ নং এ্যালুমিনিয়াম পাতিল	৮-১০ লিটার পানি	ধানী ১”	১,৫০০-২,৫০০	২-৩ ঘন্টা
			২”-৩”	৪০০-৫০০ পোনা	৬-৮ ঘন্টা
			৩”-৪”	৩০০-৪০০ পোনা	৬-৮ ঘন্টা
ইঞ্জিন চালিত ভ্যানে	প্লাস্টিকের ড্রাম	১০০-১২০ লিটার পানি	ধানী ১”	৩,৫০০-৫০০০ ধানী	২-৩ ঘন্টা
			২”-৩”	২,০০০-৩,০০০ পোনা	৩-৫ ঘন্টা
			৩”-৪”	১,৫০০-২,০০০ পোনা	৩-৫ ঘন্টা
			৪”-৫”	৮০০-১,২০০ পোনা	৩-৫ ঘন্টা

লক্ষণীয়

- পরিবহন সময় কম হলে পরিবহনকালে পোনার ঘনত্ব বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী টেকসইকৃত ১-২ কেজি পোনা (চারা পোনা) ১০ লিটার পানিতে পরিবহন করা হয়। তবে পোনা বিক্রেতাগণ অনেক সময় সমপরিমাণ পানিতে ৩-৪ কেজি পোনাও পরিবহন করে থাকেন।

১.৭ পরিবহনকালীন করণীয়

- সব সময় শোধনকৃত/পাকা পোনা পরিবহণ করা।
- পরিবহন কালে প্রতি ১৬ নং পাতিলের জন্য এক প্যাকেট খাওয়ার স্যালাইন ব্যবহার করা।
- পরিবহন পাত্র ভেজা কাপড় বা চট দ্বারা ঢেকে রাখা।
- পরিবহনকালে প্রতি ২-৩ ঘন্টা অন্তর পাত্রের ২/৩ ভাগ পানি পরিবর্তন করা।
- হাড়িতে পরিবহনের সময় মাঝে মধ্যে হাত দিয়ে পানি ঝাঁকানো বা আন্দোলিত করা যাতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- পানি পরিবর্তনের সময় মিশ্রিত পানি ও পাত্রের পানির তাপমাত্রা সমতায় নিয়ে আসা।
- এক সাইজের এবং এক প্রজাতির পোনা একই পাত্রে পরিবহন করা।
- পোনার মৃত্যুহার কমাতে পরিবহনের জন্য সঠিক সময় হিসাব করে পরিবহন করা।
- মাছের পোনার আকার যত বড় হবে পরিবহন ঘনত্ব তত কম করা।

১.৮ পরিবহণকালে পোনা মৃত্যুর কারণ

সাধারণত অক্সিজেন ঘাটতি, শারীরিক ক্ষত, এ্যামোনিয়া সৃষ্টি, তাপমাত্রার কম-বেশি, পরিবহন দূরত্ব এবং অশোধনকৃত পোনা পরিবহণের কারণে পোনার মৃত্যু ঘটে থাকে।

২. মাছ চাষ সম্প্রসারণে পোনা বিক্রেতাদের ভূমিকা

পোনা বিক্রেতাগণ মাছ চাষ কার্যক্রম দ্রুত সম্প্রসারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারেন।

২.১ মাছ চাষে কারিগরি দিকসমূহ

পোনা বিক্রেতাগণ পোনা বিক্রয়ের সময় নিচে বর্ণিত মাছ চাষের কারিগরি দিক সমূহ চাষিদেরকে অবগত করতে পারেন।

২.১.১ মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা

- পুকুর সংস্কার, তলার কালো ও পচা কাদা অপসারণ করা ।
- রাক্ষুসে ও আমাছা দূর করা।
- পুকুর প্রস্তুতকালীন চুন ও সার প্রয়োগ করা।
- পানির প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা ও বিষাক্ততা সঠিকভাবে পরীক্ষা করা।